KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA
18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No. : KLMLGK 2007/	Place of Publication : 7/29, Poddar Nagar Dhakuria 68
Collection : KLMLGK	Publisher : Subir Nag
Title : অনঘ (ANAGHA)	Size : 8.5"/5.5" 3.5"/9.5" (S. NO.)
Vol. & Number : 1/2 Special No.	Year of Publication : ১৩৯৪ May 1987
	Condition : Brittle / Good (both ticked)
Editor : Subir Nag	Remarks :

C.D. Roll No. : KLMLGK

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি ও গবেষণা কেন্দ্র
কলিকাতা-৭০০ ০০৯

রবীন্দ্র নজরুল সংকলন
বৈশাখ—১৩৯৪

একুশে ফেব্রুয়ারী / অন্নদাশঙ্কর রায়

বাদশাহস্তস্ত হুজুর খাপ্পা খান্
নবাব হুজুর খাপ্পা খান্
দুই জনাতে যুক্তি করে
জারি করেন এই বিধান—
এখন থেকে প্রজারা সব
ময়না তোতার হোক সমান।
নতুন জবান শিখুক ওরা
তুলুক ওদের নিজ জবান।
মূর্খের মতো জবাব দিল
কয়েক জনা নওজোয়ান
মানুষ ওরা, নয়কো পাখী
বলবে নাকো নয়া জবান।
গুলীর মুখে দাঁড়ায় রুখে
অকাতরে হারায় জান
রক্তে রাঙা মাটির পরে
ওড়ে ওদের জয় নিশান।

তবুও খুঁজি

—প্রবণ পালন চট্টোপাধ্যায়

একটা অলস সন্ধ্যায় সারা মন জুড়ে তোল-পাড় করছিল প্রেম—অনুভূতি—ভালবাসা আর ভাবনা। মনের মধ্যে একটা পর্দা সরে গিয়ে ভেসে উঠলো বারুনপুরের সেই মিষ্টি মেয়েটার মুখ। নাম আমি জানি না, জিজ্ঞাসা করা হয়ে ওঠেনি। ফর্সা ছিল গায়ের রং, গোলাপী আভা মাখানো ঠোঁট, অসভ্য নয় দুষ্টু ছিল ওর চোখ আর ছিল অসম্ভব সারল্যভরা ওর খিল্‌খিল্ হাসি যেটা ওর হাতের কাঁচের চুড়ির আওয়াজের সঙ্গে পাল্লা দিত। এসব মিলিয়েই মিষ্টি মেয়ে। একটা গুমটি গোছের দোকানে বসে পান-বিড়ি সিগারেট বিক্রি করত। আসা যাওয়ার পথে সব দোকান বাদ দিয়ে ওখানেই যেতাম। একটা বিচিত্র নেশা। দু তিন মিনিটের সওদার মাঝে দু-একটা অতি সংক্ষিপ্ত শব্দ বিনিময়। সিগারেটের সঙ্গে উপরি পাওনা—ঐযে মিষ্টি কল্‌কলিয়ে হাসি কখনো বা একটা হালকা স্পর্শ। একটা বিচিত্র গর্ব হতো—কিসের গর্ব তা জানি না।

এক বৃষ্টি ঘেরা সন্ধ্যায় ওখানকার বন্ধুদের নিয়ে আড্ডায় মেতেছিলাম। পরিবেশের মেজাজে সকলেই বেশ বাঁধনহারা তামাশায় মগ্ন। আর —হ্যাঁ, ঠিক তখনই আমার মিষ্টি মেয়ে হারিয়ে গেল। ঐ সন্ধ্যায় জানলাম ওরা সবাই ওর অস্তিত্বে সচেতন। সবাই সেই মিষ্টি মুখ দেখে, মিষ্টি হাসি উপভোগ করে, মিষ্টি ছোঁওয়া পায়। অনুভব করলাম একটা প্রচণ্ড শূন্যতা। একটা পূর্ণচ্ছেদ নেমে এলো।

ভালবাসা আর অনুভূতিকে নিয়ে জীবন কেটে চলেছি। মনে পড়ে গেল 'অনামী'র কথা। বিহারের 'অনামী'—বন্ধুর মাসতুতো বোন। নিজের কাজের তাগিদেই ওখানে যাওয়া এবং আলাপ। থেকে গেলাম দিন সাতেক—ওদের অনুরোধে আর আন্তরিকতায়। ওদের মানে—'অনামী' আর ওর স্বামী। দিনগুলিকে অনামী ভরে দিয়েছিল আশ্চর্য্য গতিশীলতায়, ব্যবহারের মাধুর্য্যে আর আন্তরিকতার অভিব্যক্তিতে। আমি আপ্লুত হলাম। ওর চিকন গৌর মুখ, আয়ত চোখ আর প্রাণোচ্ছল হাসি যেন আমার অনুভূতির ভাণ্ডারে সম্পদ। ফিরে আসার দিন ওর চোখের দিকে তাকিয়ে স্পষ্ট দেখলাম চোখটা চিক্‌চিক্ করছে। একটা গৌরব বোধ করলাম, আমার অনুভূতির তহবিলে সম্পদ বাড়ছে।

বছর দেড়েক বাদে কথায় কথায় বন্ধু জানাল—'অনামী' মা হয়েছে। বেশ সুখী আছে ওরা। ওরা অর্থে অনামী ওর স্বামী এবং ওদের সন্তান। মুহূর্ত্তের মধ্যে আমার তহবিল শূন্য হয়ে গেল। ওর স্বামীর উপস্থিতির একটা রূঢ় বাস্তব চেতনা আমাকে কষাঘাত করলো। মিলিয়ে গেল অনামী'—আবার সেই শূন্যতা।

ভালবাসার স্বরূপ খুঁজবোনা। অনুভূতির সাগরে সাঁতার কাটতে গেলেই একটা পূর্ণচ্ছেদ যেন তাড়া করে ফেরে।

—★—

প্রীতি উপহার / কুমারেশ ভৌমিক

এমনই এক তীর বিদ্ধ করো আমাকে
প্রিয় সব মানুষের জন্যে তোমার যজ্ঞে
সহস্র জীবনের গলায় পরাবে রক্তগোলাপের
বিজয়মালা।

চাই না আর কিছু।
একটাই শুধু মিনতি :
যজ্ঞের অগ্নিকে আমার নামে জল দিও দু'ফোটা.
সহস্র জীবন সত্য হয়ে উঠুক, একটা স্মৃতির বিনিময়ে
তোমাকে একগোছা রজনীগন্ধা প্রীতি উপহার।

নীল আকাশের নীচে
সোনালী চিলের আত্মার সাথে আত্মাহুতি হোক
তোমার যজ্ঞের উৎসবে বন্দক রইল আমার স্মৃতি।
বঞ্চনা না করে, থাকো যদি মানুষকে ভালবাসার
নামে.
প্রতিবন্ধকতা সব দাহ্য হয়ে যাক
ভালবাসায় পূর্ণ হ'য়ে ওঠো তুমি।

—*—

'মে দিবস'—এর শতবর্ষে

ঐতিহাসিক মে দিবসের কাহিনী অবলম্বনে

কৃষ্টি সংসদ (সোনারপুর)-এর একাঙ্ক প্রযোজনা

'কাজের দিন' নাটকের শততম অভিনয় অতিক্রান্ত

কৃষ্টি সংসদ (সোনারপুর) নাট্য সংস্থাকে

অভিনন্দন জানাচ্ছি,

সম্পাদক/অনয়

জলের কাছে নয় / কৌনক বর্মন

আর যাব না জলের কাছে
জলে ভীষণ ভয়
জলেই জীবন স্নান সেরেছি
ওপথে আর নয়।

জল কী রাখে ব্যথার খবর
কেমন করে অনড় পাথর
জলেই ভেসে রয়।

আর যাব না জলের কাছে
জলেই যত ভয়।

—*—

মেলায় যাবার আগে

মেলায় যাবার কথা উঠতেই
গাছের মগডাল থেকে পাখী বললো—যাও।
কিন্তু গাছ বললো না।

মেলায় যাবার কথা উঠতেই
মামেন বললো—চলো যাই।
কিন্তু বৃষ্টি ঝন্‌ঝমিয়ে বেশ জোরের সঙ্গে বললো
না না না।

মেলায় খাচা কিনতে যাবার কথা পাখী বোঝেনি
কিন্তু গাছ জানতো, মামোন জানতো
পাখী এবার খাচার পাখী।

—০—

কবে? / কুমার শতাংশ

শতরূপা, কতদিন মন নিয়ে খেলা খেলা খেলা
কতদিন কবিতারা তোমার মালা গেঁথে যাবে
মনের সিন্দুক খুলে কবে হাতে তুলে দেবে
সুরের দলিল।

—:•:—

মোসাহেব / সুবীর নাগ

পরের হাতে চুলকাতে পিঠ
সুখতো নেহাৎ মন্দ না
একটু না হয় করতে হ'ল
সামনা সামনি বন্দনা।

মোসাহেবের মুখে থাকুক
গুচ্ছ গুচ্ছ নন্দ না
মনের মধ্যে পুষবে তোতা
ময়না, টিয়া চন্দনা।
সতর্কতার একটু ফাঁকে

উড়লে পাখী নীল আকাশে
হয়তো নুয়ে পড়বে তুমি
নরম মেরুদন্দ না।

পরের হাতে চুলকাতে পিঠ
এই মুহূর্তে—মন্দ না
যদিও এই জীবন মানে
এক সুর, তাল, ছন্দ না।

—★—

রবীন্দ্রনাথের প্রতি / কাজল কুমার ভট্টাচার্য্য

জগৎ জোড়া খ্যাতি তোমার
বিশ্বের স্বনাম।
নতুন কি কাব্য হবে?
নতুন কি ভাব হবে?
সবই তো লিখে গেছ
তাই তব শুভ জন্মলগ্নে
তব ভাষায় তব ভাবে
লহ প্রণাম।

—০—

শুভক্ষণের অপেক্ষায় / নজরুল পুরকাইত

তোমাকে দেখার পর
কুসুম কাকলী মুখর বনানীর স্বপ্ন দেখেছি
কুসুম সুরভী সিক্ত বসন্তের ছবি এঁকেছি।
পঁচিশ বছর কাটলো।

আকাশের ধ্রুবতারা
জীবনকে করেছে বিশুদ্ধ
হৃদয়কে ঝলসাচ্ছে প্রাত্যহিক রুমাতায়।
তবু সুদূর স্মৃতি বিজড়িত অতীত
সান্ত্বনা খোজে দৃষ্টিহীন আকাশে।
মিথ্যে কাল্পনিক সান্ত্বনার
আল্পনাগুলি প্লাবন উষ্ণ
নিবীড় যন্ত্রনার দাপটে
আছড়ে পড়ে মরুর ছায়ায়।
তবু অমর অতীত আজও কথা বলে
মনের গহীন কোনে
অপেক্ষা করতে চায়
শুধুই শুভক্ষণের।

—✶—

এখন / জয়া রায়

এখন সিন্ধু পাখীরা সব
অন্তরা সমুদ্রে
সরল বনের নীচে মৃত চাঁদ
শেষ সন্ধি গান
এখন শতাব্দীর মৃত ক্রোড়ে
ছিন্ন জটায়,
অশ্রুর মুগ্ধতায়
দিন অবসান।

—★—

★ সম্পাদকীয় দপ্তর ★
৭/২৯, পোদ্দার নগর ★ কলিকাতা-৭০০০৬৮

শেষ-বিলোকন / পার্থ সেনগুপ্ত

শিয়রে গভীর মৃত্যুর মতন
কার পা—
শহুরে শ্মশানে নয়
পার যদি সত্যতার আড়ালে
সাজিয়ে চিতা
জানি মমতা মেদুর আদ্রতায়
ভিজে যাবে চিতা কাঠ
অথবা বেঁচে থাকবে আহার
মিথ্যে অভিমান সমাজকে ওপাশে রেখে
মাথার বিশাল পাহাড়
আর টেনে আনবো না বুকের ভিতর।

—★—